Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
পোঃ বক্স নং ৬ ১৬/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায়—১২শ বর্ষ, Fortnightly, Ahmadi, August. 8th, 1958 ৭ম সংখ্যা
২৩শে শ্রাবণ ১৩৬৫ বাং ২১শে মহরম, ১৩৭৮ হিঃ,

আহমদীয়া জামাতের জন্য হৃদয় বিদারক সংবাদ।

হজরত সাইয়েদা ওম্মে নাসের আহমদ (রাঃ)র এন্তেকাল।

এই সংবাদ আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণের জন্য বড়ই হৃদয়বিদারক যে, হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) এর প্রথমা বেগম হজরত সাইয়েদা ওম্মে নাসের আহমদ (রাঃ) গত ৩১শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিন এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন "ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন।"

(বিস্তারিত বিবরণ আখবারে আহমদীয়ায় দেখুন।)

সত্যবাদীতার কষ্ঠী পাথর।

আল্লাহ্ তালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন :—

(ক) "ফাইন্না হেযবাল্লাহে হুমুল গালেবুন।" "সুরা মায়েদা ৫৭ আয়েৎ।" অর্থাৎ "স্মরণ রাখ যে আল্লাহ্‌র জামাতই বিজয়ী (এবং কৃতকার্য্য) হয়।

(খ) "আলা ইন্না হেয্‌বাশ-শায়তানে হুমুল খাছেরুণ"। "সুরা মোজাদেলা ২০ আয়েৎ"। অর্থাৎ "স্মরণ রাখ যে. শয়তানের জামাত অকৃত কার্য্য (এবং ধ্বংশ) হয়।"

যাঁহারা খোদাতালা দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া এবং স্বীয় জামাতকে খোদাই জামাত বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের দাবীর সত্যতা পরীক্ষার যে কষ্টিপাথর কোরআন করীমে সন্নিবেশিত রহিয়াছে তন্মধ্য হইতে উপরোক্ত দুইটি আয়াৎ পেশ করা গেল।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার ও দাবী এই যে, তাঁহাকে আল্লাহতালা আবির্ভূত করিয়াছেন এবং তাঁহার জামাত খোদাই জামাত। সকলেরই কর্ত্তব্য উপরোক্ত কষ্টি পাথরে তাঁহার দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করা।

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ)র বাণী।

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) স্বীয় জামাত ভুক্ত লোকগণকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন "তোমাদিগকে আর একটি অপরিহার্য্য উপদেশ দিতেছি; কোরআন শরীফকে অবহেলা করিওনা। ইহার মধ্যেই তোমাদের জীবন রহিয়াছে। কোরআনকে সম্মান দেখাও; আকাশে সম্মান পাইবে। কোরআনকে যাহারা যাবতীয় হাদীস ও উক্তির উপরে স্থান দিবে, আকাশে তাহারা সকলের উপরে স্থান পাইবে। পৃথিবীর বুকে এখন কোরআন ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ নাই এবং মহাম্মদ মস্তফা ছঃ আঃ অছাল্লাম ব্যতীত আর কোন ত্রাণ কর্ত্তা রসুল নাই। এই গৌরব মণ্ডিত নবীর সহিত অকৃত্রিম প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। তাঁহার উপরে কাহাকেও শ্রেষ্ঠতা দিওনা। আল্লাহর হুজুরে তবেই তোমরা মুক্তির অধিকারী বলিয়া গন্য হইবে। স্মরণ রাখিবে, মরণের পর পারের মুক্তিই মুক্তি নহে। সত্যিকারের মুক্তির আলোক ইহ লোকেই দেখা যায়।" (কিশতিয়ে নূহ্‌)।

প্রত্যেক আহমদীর কর্ত্তব্য হুজুর (আঃ) এর এই হেদায়েৎকে স্মরণ রাখা এবং ইহার উপর আমল করা। নতুবা নিজকে আহমদী বলিয়া পরিচয় দিলেই পরিত্রান পাওয়া যাইবেনা। কারণ পরিত্রানের জন্য আমলের প্রয়োজন।

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) জাহির হইবার লক্ষণ।

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন :—

"ইন্না লামাহ্‌দীনা আয়াতাইনে লাম্‌তাকুনা মুনজু খাল্‌কেছ-ছামাওয়াতে ওয়াল আর্‌যে ইয়ানকাছেফুল্ কামারু লে আওয়ালে লায়লাতেম মেঁররা মাযানা ওতান্ খাছেফুশ্‌ শাম্‌ছো ফিন্ নেছফে মেন্ হো।"

(দারকুতনী—১৮৮ পৃঃ)

অর্থাৎ আমার মাহদীর সত্যতার দুইটী লক্ষণ আছে, যাহা আকাশ জমি সৃষ্টির পর আজ পর্য্যন্ত অন্য কাহারও সত্যতার নিদর্শন স্বরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমজান মাসে চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং সূর্য্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্য্য গ্রহণ হইবে।

এই গ্রহণ ১৮৯৬ খৃঃ হইয়া গিয়াছে। "আজাদ পত্রিকা" (উর্দ্দু) লাহোর, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৬ ইং। "সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট" লাহোর ৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬ ইং। মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেব লিখিত উর্দ্দু "কেয়ামত নামার ভূমিকা"।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৮৮৯ ইং ইমাম মাহদী হইবার দাবী করেন। অতঃপর তাঁহার দাবীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ ১৮৯৬ খৃঃ একই রমজান মাসের নিদ্দিষ্ট তারিখে উভয় গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ করা কোন মানব শক্তির বহির্ভূত অতএব এই গ্রহণ আল্লাহতা'লার আদেশেই হইয়াছে, এবং স্বীয় মাহদীর সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যানুসন্ধিৎসুগণ এই বিষয়ে আরও জানিবার জন্য পত্র লিখিলে "আহমদী"তে উত্তর দেওয়া হইবে।

জুমা'র খোৎবার সারমর্ম্ম।

নিজেদের মধ্যে খোদাতালার গুণাবলী সৃষ্টি করিবার চেষ্টা কর।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত ১৯৫০ ইং সনের ৩০শে জুন তারিখের খোৎবার সারমর্ম্ম।

"আলফজল ৬।৭।৫০ ইং।"

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন:—কোন কোন শব্দ ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে বড় বিষয়বস্তু লুক্কায়িত থাকে। ইঞ্জিলে খোদাতালাকে পিতা বলা হইয়াছে, এবং হজরত রসুল করীম (দঃ) খোদাতা'লাকে মাতার সহিত উপমা দিয়াছেন। যেরূপ আঁ হজরত (দঃ) বলিয়াছেন। "যখন কোন গোনাহগার বান্দা তৌবা করিয়া খোদাতালাবদিকে অগ্রসর হয়, তখন খোদাতালার কোন মাতার হারানো সন্তান পুনঃ প্রাপ্তির আনন্দের চেয়েও অধিক আনন্দ হয়। যে পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক এবং বিনা দলিলের মহব্বতের প্রশ্ন আসে, পিতা এবং মাতার মহব্বত এক প্রকার এবং উভয়ের মধ্যে কাহারো মহব্বত লালসার উপর ন্যাস্ত নহে যাহা হউক খৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ইসলামে খোদা তালা এবং বান্দার সম্পর্কের উপমা পিতা মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের সহিত দেওয়া হইয়াছে।

পিতা মাতার মহব্বত ছাড়া পৃথিবীতে আরও মহব্বত আছে। যেরূপ স্বামী স্ত্রীর মহব্বত, প্রেমিক-প্রেমিকার মহব্বত, যাহা সাধারণতঃ পিতা মাতার মহব্বতকেও ডিঙ্গাইয়া যায়। কিন্তু এই মহব্বত বেশী প্রচণ্ড এবং উন্মাদনার ভাব ধারণ করা সত্বে ও ইহাকে আমরা পিতা মাতার মহব্বতের ন্যায় বলিতে পারিনা। কারণ পিতা মাতার মহব্বত এবং স্বামী স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার মহব্বত সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের।

কোন কোন সময় পিতা মাতার সন্তান হারানো যায় এবং শত্রুগণের দ্বারা লালিত পালিত হয়। পিতা মাতা তাহাকে ভুলিয়া যায় এবং শত্রু মনে করে। কিন্তু এতদসত্বেও তাহার শারিরীক সংগঠন, চরিত্র এবং আচার ব্যবহার পিতা মাতার ন্যায়ই হইয়া থাকে। কেননা এই সমস্তই সে তাহার পিতা মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে পায়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক প্রেমিকা নিজেদের মধ্যে অধিক সংমিশ্রনও বাসনা রাখা সত্বেও শারিরীক বা চরিত্রগত উত্তরাধিকারী হয় না এবং ইহাদের একের মধ্যে অন্যের চরিত্র পাওয়া যায় না।

যখন ইসলাম খোদাতালাকে মাতার ন্যায় এবং হজরত ঈসা (আঃ) পিতার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। তখন ইহাতে প্রকৃতপক্ষে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তোমাদের মহব্বত অল্প বা অধিক, যেরূপেই হউক খোদাতালার গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। তোমাদের খোদা তালার সহিত সম্পর্ক এইরূপ নহে, যেরূপ বন্ধুর সহিত বন্ধুর বা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। বরং তোমাদের সম্পর্ক তাঁহার সহিত পিতা মাতা ও সন্তানের ন্যায়। দুই বন্ধু বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যত মহব্বতই হউক না কেন একজনের কোন কিছু অন্যজন উত্তরাধিকার সূত্রে পায়না কিন্তু সন্তান তাহার পিতা মাতা হইতে তাহাদের চরিত্র, শারিরীক গঠন ইত্যাদি ওয়ারিশ সূত্রে পাইয়া থাকে।

অতএব মোমেনের সর্ব্বদা এই চেষ্টা করিতে হইবে যে, সে খোদাতালার গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে। যেন সে খোদা তালার চরিত্রাবলির ওয়ারিশ হয়। মুসলমান-গণের মধ্যে এই দোষ পাওয়া যায় যে, তাহারা খোদাতালাকে ভয়ঙ্কররূপে পেশ করে এবং স্নেহও সদ্ব্যবহারকারীরূপে পেশ করে না, সেজন্য খোদাতালার কল্পনায় মানুষের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয় না। যদি খোদাতালাকে প্রকৃত অর্থে মানুষের সামনে পেশ করা যায়, তবে মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনা করিতে ঘাবড়ায় না। খোদাতালা কোরআন করীমে বলেন:—"আমার "গজব" নামক সিফৎ "রহমত" নামক সিফতের অধীনে।" খোদা তালার রহমত যখন গজবের উপর বিজয়ী, তখন তাঁহার গজব এবং কহরের উপর জোর দেওয়া বড়ই জুলুম।

খোদাতালার সহিত সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি মহব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ঐ মহব্বত পিতা মাতার মহব্বতের ন্যায়। যেরূপ পিতা মাতা চায় যে, তাহাদের সন্তান তাহাদের সম্মান ও গৌরব রক্ষাকারী হউক তদ্রূপ খোদাতালাও চান যে, তাঁহার বান্দা তাঁহার চরিত্রও গুণাবলীর ওয়ারিশ হউক। প্রত্যেক জাতি এবং বংশের নিজস্ব কোন স্বভাব থাকে এবং তাহারা চায় যে, তাহাদের এই স্বভাব কায়েম থাকুক। ইহা একটি পরিষ্কার কথা যে, যখন কোন সাধারণ হইতে সাধারণ মানুষও নিজের স্বভাব কায়েম রাখিতে চায়। তখন কি খোদাতালা পছন্দ করিবেন না যে তাঁহার স্বভাব কায়েম থাকুক নিশ্চয়ই খোদাতালা চান যে, তাঁহার স্বভাব কায়েম থাকুক এবং ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তানগণ দ্বারাই কায়েম থাকে। অতএব তোমরা যদি খোদাতালার ফজল আকর্ষণ করিতে চাও. তবে খোদাতালার গুণাবলী নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিতে হইবে। এই সমস্ত গুণাবলী সৃষ্টি করা ব্যতিত তোমরা তাঁহার ওয়ারিশ ও আওলাদ বলিয়া কথিত হইতে পারিবে না।

মানব জীবনের উদ্দ্যেশ্য ও মানব জাতির কর্ত্তব্য

মিসেস কাজী এ, শহীদ, আমলীগোলা ঢাকা।

আল্লাহতালা তাঁর মখলুকাতে যত কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তিনি মানুষকে। স্রষ্টার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি আল্লাহতালার কোন না কোন মহৎ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিতভাবে লুকিয়ে রয়েছে। এ কথা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই চিন্তার চক্ষে দৃষ্টি রাখলে অনায়াসে তা উপলব্ধি করতে পারেন। আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ মানুষই পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য বিশেষভাবে লালায়িত, ফলে আল্লাহতালার নির্দ্ধারিত পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে আরাম, আয়েশ ও ভোগ বিলাসের মাঝে ডুবে বসে আছেন। কিন্তু আল্লাহতালা মানুষকে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। তাই আল্লাহতালা পবিত্র কোরাণ শরীফে বর্ণনা করেছেন :—

আমি জগতে জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এবাদৎ করবার জন্য এবং এই এবাদতের ভিতর দিয়া তারা যেন আমাকে জানিতে পারে।

উক্ত আয়াতের মর্ম্মানুযায়ী এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, আল্লাহতালা মানুষকে শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছেন এই মহান উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাঁর সমস্ত "সিফত" বা গুণাবলী যেন প্রকাশ পায় মানুষের ভিতর দিয়ে। এতে করে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে আল্লাহ তালা মানব জাতিকে শুধু পার্থিব ভোগ বিলাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সৃষ্টি করেন নাই।

মানুষের নিজের হাতে তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষমতা নাই। যেমন সে নিজের ইচ্ছায় এ জগতে সৃষ্ট হয় নাই বা স্বেচ্ছায় ফিরিয়াও যেতে পারবে না। কারণ মানুষ মানুষই অন্য কিছু নহে। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পরম করুণাময় আল্লাহতালা যিনি তাকে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে পশু অপেক্ষা কলা কৌশলে শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন গুণ জ্ঞানে ভূষিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি তিনি মানব জীবনের সকল উদ্দেশ্য নিজের আয়ত্বে রেখেছেন। কিন্তু আমরা অধম মানব, জীবনের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের মানব জীবনের স্বার্থকতা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করবে যখন আমরা আল্লাহর উপাসনায় বা এবাদতে মসগুল থেকে নিজের যথাসর্ব্বস্ব তারই নির্দ্ধারিত পথে উৎসর্গ করতে সক্ষম হব। আল্লাহতালা কালামে পাকের আরেক জায়গায় বলেছেন :—

"ইসলামই আল্লাহতালার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং শান্তির প্রতীক। তার অনুধাবণ করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।"

এতেই প্রমানিত হয় যে, আল্লাহতালার নৈকট্য লাভ করার একমাত্র পথই হচ্ছে ইসলাম ধর্ম্ম এবং সে ধর্ম্মের অনুশাসনকে মেনে চলা।

আল্লাহতালা ইসলামের ভিতর দিয়ে তার অপর্য্যাপ্ত নেয়ামত মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ সেই নেয়ামতের প্রতি আকৃষ্ট ও কদর করার চেষ্টা করে না। খোদার প্রদত্ত নেয়ামতে যে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি বিরাজমান তেমন আর কিছুতে নহে। সারাদিন ধরে রোজা রাখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর আরও বেশী করে নামাজ পড়লে, জয়নামাজে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তসবিহ পড়লেই আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। কারণ যদি সে পাওয়ার পিছনে আন্তরিকতা না থাকে। কারণ আল্লাহতালা আমাদের কাছে খুব বেশী কিছু পাওয়ার আশা করেন না এবং করেন না বলেই তিনি আমাদের করনীয়ের জন্য প্রত্যেকটি কাজের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী বেঁধে দিয়েছেন। সেই গণ্ডীর ভিতর দিয়ে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই তাঁর নৈকট্য লাভ করা আরও সহজ হয়ে ওঠে, তবে সে জন্য চাই নিজের ঈমান এবং আমলকে ঠিক রাখা, এবং সত্যের বশবর্ত্তী হওয়া, মিথ্যার স্পর্শ যেন তার সৎকর্ম্মে বিঘ্ন না ঘটায়। নামাজ রোজা যাহা আল্লাহ্ ও রসুলের নির্দ্দেশ তাতো পালন করতেই হবে, এ ছাড়াও মানুষকে তিনি যে ধনদৌলত দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করা, আর্ত্তের সেবা, সর্ব্ব জীবে দয়া, অহিংসা পরায়ণ হওয়া, আর যাহা আল্লাহর বিধান গর্হিত কাজ তাহা সর্বতোভাবে পরিহার করে চলা। কাজেই মানুষ যখন এ সমস্ত বিষয়গুলি পূর্ণভাবে সমাধান করতে সক্ষম হবে তখনই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট মানুষের মানব জীবন সার্থক হবে।

অতএব মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে হলে খোদাও রসুলের পয়রবী করতঃ আত্মশুদ্ধির পরিপুষ্ঠতা বর্দ্ধন করতে সচেষ্ট হউন। অচিরে আপনার হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং পবিত্র জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তখন দেখবেন আল্লাহতালার নৈকট্য লাভ করতে আপনি সক্ষম হয়েছেন। খোদাতালা যদি মানুষের প্রতি রাজী থাকেন তাহলে দীন, দুনিয়ার এমন কোন বস্তু নাই যা তিনি আমাদের দান করতে না পারেন। কারণ তার শক্তির বাইরে কিছুই নেই।

এখন প্রশ্ন উঠে মানুষ কি উপায়ে তার জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে প্রত্যেক কাজ বা উদ্দেশ্যের জন্য আল্লাহর প্রতি ভরসা ও অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেক করনীয় কর্ম্মের প্রতি আমাদের অন্তরালে যে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে তা স্মরণ রাখতে হবে। মানুষ যদি প্রথম পদক্ষেপেই ভুল করে বসে তবে সে ভুল শুধরে নিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। কাজেই আমাদের পদক্ষেপ এমন ভাবে ফেলতে হবে যাতে গোড়াতেই তা ঠিক হয় তাহলে খুব শীগগিরই আমরা আরও তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার এবং অতি অল্প দিনেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাব। আমরা বাস্তব জগতে আল্লাহর সৃষ্ট জীব, জন্তু, বৃক্ষ, তৃণ লতা প্রভৃতি যা কিছুই দেখতে পাই তার সবটাতেই আল্লাহ তালার অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী আমরা দেখতে পাই। কেননা সৌন্দর্য্য এমন এক বস্তু যা সহজেই মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে এবং সে সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষ ধাবিত হতে বাধ্য হয়। আল্লাহতালার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও নেয়ামতের গণনা করতে চাইলে কেহ কোনদিন কৃতকার্য্য হতে পারবেন না। সুরা ফাতেহাতে তার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয় এবং তাঁর নেয়ামত অসমাপ্ত। আল্লাহতালার সেই অসীম সৌন্দর্য্য ও অসমাপ্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ পাবার দুটি উপায় আছে, একটি হ'ল দোয়া অন্যটি নিবিষ্ট চিত্তে এবাদৎ বলতে যা বোঝায় তা সর্বতোভাবে পালন করা মনে রাখবেন দুনিয়ার ভোগ বিলাস কোন কাজে আসবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে কোন বাদশাহ বা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অথবা কোন বড় ব্যবসায়ীর কথা ধরা যাক যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও সুখ সমৃদ্ধির

(৫ম পৃষ্ঠায় ২য় ও ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

ইসলামে বহু বিবাহ ও পর্দ্দা।

(মোহাম্মদ আনোয়ার আলী)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংল্যাণ্ডের একজন লেখক প্রফেসার লাওজে এ সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানার নাম "এখন আর কোন নারী অবিবাহিতা থাকিবে না।" এই পুস্তক খানার ৩৫ এরও অধিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের পাঠক সমাজে এই পুস্তক খানা যেই ভাবে সমাদৃত হইয়াছে তাহাতে এই পুস্তক খানার বিষয়বস্তুর প্রতি জনসাধারণের মনের টান অনুমান করা যায়। প্রফেসার লাওজে এই পুস্তক খানাতে বৃটেনের জনসংখ্যার বিস্তারিত হিসাব দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বৃটেনের প্রতিটি পুরুষ যদি ২টি করিয়া বিবাহ করে তবেই বৃটেনের অবিবাহিতা নারী সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তিনি প্রস্তাব করেন যে যাহারা কোন অবস্থায়ই একাধিক বিবাহ করিতে রাজী হইবেন না তাহাদের জন্য অস্পৃশ্যদের মত একটি পৃথক "কলোনী" স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে পৃথক সমাজে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক।

এই সমস্ত প্রস্তাবাদি যে পুস্তক পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইউরোপীয়গণের আধুনিক চিন্তাধারার গতির সন্ধান আমরা ইহাতে পাই।

বহু বিবাহ প্রথার সমালোচনা করিতে গিয়া কথাটিকে এমন ভাবে সাজাইয়া বলা হইয়া থাকে যেন চিরদিনই পৃথিবীতে এক বিবাহ প্রথাই প্রচলিত ছিল এবং একাধিক বিবাহের প্রচলন করিয়া ইসলাম মানব জাতির মহাক্ষতি সাধন করিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা কিন্তু ইহার বীপরীত। পৃথিবীতে আদিকাল হইতে বহু বিবাহ প্রথাই মানব সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এই প্রথাটি কোথাও নিষিদ্ধ ছিলনা। কেবল ইসলামের আবির্ভাবের পরে ইউরোপীয় জাতিগণ বহু বিবাহকে আইনের বলে বন্ধ করিয়া দেয় এবং আজ তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন।

প্রাগ ইসলামী যুগের লোকদের মধ্যে হজরৎ সোলেমান আলাইহেস্ সালাম, হজরত দাউদ (আঃ) এর সম্বন্ধে বলা হয় তাহাদের শত শত হাজার হাজার স্ত্রী ছিল। হিন্দু জাতির মহাপুরুষ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেও বলা হয় তাহারও কয়েক সহস্র স্ত্রী ছিল। এই সমস্তের অতিরঞ্জিত অংশ বাদ দিলেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক বিবাহ করার প্রথা যে খুবই ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন কোথায় হাজার আর কোথায় দুই তিন, বা চার। ইসলাম শত শত বা হাজার হাজার বিবাহকে চরি বিবাহের মধ্যে নামাইয়া আনিয়াছে এবং বহু সংখ্যক বিবাহ করা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। হাঁ দুইটি শর্ত্ত সাপেক্ষ ভাবে ইসলামী শরীয়ৎ একাধিক বিবাহকে দুই, তিন, বা চারি বিবাহ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। এই শর্ত্ত দুইটি হইতেছে একাধিক বিবাহের কারণ বিদ্যমান থাকা এবং একাধিক স্ত্রীর প্রতি ন্যায় আচরণ প্রতিষ্ঠিত রাখা। সকলপ্রকার সন্ন্যাস জীবন ইসলামে নিষিদ্ধ এবং একটি বিবাহ করাই ইসলামের সাধারণ বিধান, একাধিক বিবাহ যদি কেহ করিতে চায় তবে ইসলাম তাহাকে অনুমতি দিয়াছে মাত্র।

ইন্দ্রিয়ের দাসগণ ইন্দ্রিয় লালসার উৎপীড়নে বিবাহ করিয়া থাকে একথা যেমন সত্য, স্থান বিশেষে একাধিক বিবাহ যে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে অপরিহার্য্য একথা তেমনি সত্য। একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে কোরআন করীমের মূল আয়াৎটি এইরূপ :—

"এতিম শিশুদের প্রতিপালনের ব্যাপারে ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না বলিয়া যদি তোমরা ভয় কর তবে নারীগণের মধ্যে যাহাদিগকে তোমাদের পছন্দ হয় তাহাদের মধ্যে দুই দুই তিন তিন বা চার চার বিবাহ করিতে পার। যদি ভয় কর যে ন্যায় আচরণ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিবে না তবে এক বিবাহই কর।" (সুরা নিসা)

এই আয়াৎ শরীফের কোথাও একাধিক বিবাহকে বাধ্যতামূলক বলা হয় নাই বরং দুইটি শর্ত্ত সাপেক্ষভাবে ইহার অনুমতি দিয়াছে মাত্র। আরোপিত শর্ত্ত দুইটি ঠিক ভাবে পালিত হয় কিনা এ সম্বন্ধে তদারক করার জন্য কোন প্রকার জাতীয় ব্যবস্থা থাকিতে শরীয়তে ইসলামে কোন বাধা নাই বরং পছন্দনীয়; কিন্তু শর্ত্তগুলি প্রতিপালন করাকে একটি নৈতিক দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু বলা চলেনা।

কারণ বিবাহ ব্যবস্থাটাই শরীয়তে ইসলামে নারী পুরুষের একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিলন চুক্তি। পক্ষদ্বয় স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পরস্পরের কতিপয় শর্ত্ত মানিয়া নেয়। এইরূপ চুক্তি বদ্ধ পক্ষদ্বয়কে শরীয়তে ইসলাম বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করে। অতঃপর কোন পক্ষ যদি নিজেদের প্রতিজ্ঞা পালনে পিছপাও হয় তবে অপর পক্ষের জন্য চুক্তি রক্ষার দায়িত্ব হইবে মুক্তি লাভের পথ খোলাই রহিয়াছে। ইসলাম কেবল একটি শর্ত্ত আরোপ করিয়াছে। সেই শর্ত্তটি হইতেছে যেন এরূপ করার ব্যাপারে কোন পক্ষ অন্য পক্ষ কর্ত্তৃক আর্থিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত না হয়। কাজেই স্বামীরও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অধিকার সংরক্ষন ও দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তদারক কারী তাহারা নিজেরাই।

প্রথমা স্ত্রীর প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে যখনই কোন নারী কোন মুসলমান পুরুষের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয় তখন তাহার এই কথা অবশ্যই জানা থাকে যে শরীয়তে ইসলামে দুই তিন বা চার বিবাহ করার ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন প্রথমা স্ত্রী যদি বিবাহের সময় স্বামীর নিকট হইতে এইমর্ম্মে স্বীকৃতি আদায় না করে যে সে প্রথমা স্ত্রীর বিদ্যমানতায় দ্বিতীয় বিবাহ করিবে না তাহা হইলে স্বামীর একাধিক বিবাহে মৌন ভাবে সে তখনই সম্মতি দিয়া দেয়।

আমাদের আলোচ্য আয়াৎটিতে এতিম শিশুদের প্রতিপালনের উল্লেখ থাকায় অনেকে বলিয়া থাকেন যে এতিম শিশুদের প্রতি পালনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে একাধিক বিবাহ করা বিধিসম্মত নহে। ইহা একটি ভ্রান্তধারণা। এই আয়াতে একাধিক বিবাহকে এতিমগণের লালন পালনের ব্যাপারে একটি উৎকৃষ্ট পন্থা হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র।

অহি প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজে তাহার অহিকে বাস্তব জীবনে যে ভাবে আমল করিয়া দেখান উহা সেই অহির প্রকৃত ব্যাখ্যা। রাছুলুল্লাহ সাঃ এর বিবিগণের অনেকেই বিধবা ছিলেন কিন্তু তাহাদের সহিত রাছুল করীম (সাঃ) এর বিবাহ কালে তাহাদের পূর্ব্ব স্বামীর পক্ষ হইতে কোন সন্তান তাহাদের সাথে ছিলনা। যদি থাকিয়া থাকে তবে এইরূপ এতিম শিশুদের তালিকা কেহ পেশ করুক। ইস্‌লাম নারীপুরুষের মধ্যে দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও অধিকার বন্টনে একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণ করিয়াছে। নারীর পক্ষে কার্য্যকরী করা সম্ভব এইরূপ সমস্ত অধিকারই ইসলাম নারীকে দিয়াছে এমন কোন কর্ত্তব্য বা দায়িত্বের বোঝা ইস্‌লাম নারীর উপর চাপায় নাই যাহা তাহার উপর বোঝা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইস্‌লাম নারীকে একই সঙ্গে একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে দেয় নাই কেন এই প্রশ্নের উত্তর এই যে একই সাথে একাধিক পুরুষের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইবার অধিকার তাকে দিলেও প্রত্যেক স্বামীর প্রতি তার দাম্পত্য জীবনের নিতান্ত প্রাথমিক কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদনেও সে অসমর্থ হইত। তারপর একাধিক স্বামীর সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাও তার সাধ্যাতীত। সন্তানের পিতৃপরিচয় নির্দ্ধারণে সে হইত অসমর্থ যার ফলে বিবাহ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হইত ব্যর্থ। একাধিক স্বামীকে যৌন তৃপ্তি দান করার পথেও প্রকৃতি বহু বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। যেমন গর্ভ ধারণের কারণে ও সন্তানকে স্তন্য দান করার কারণে বৎসরের বহু সময় তাহাকে এমন অবস্থায় থাকিতে হয় যে অবস্থায় একাধিক স্বামীকে তৃপ্তি দান করা তার পক্ষে অসম্ভব।

পর্দ্দা প্রথা

বহু বিবাহ প্রথার মত পর্দ্দা প্রথাও শরীয়তে ইস্‌লামের একটি মূল্যবান বিধান। যে সমস্ত পুরুষের সাথে শরীয়তে ইস্‌লামের নিয়ম অনুযায়ী নারীদের বিবাহ জায়েজ ঐ সমস্ত পুরুষদের সম্মুখে নারীদের "জিনাত" বা সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করাই পর্দ্দা প্রথার মূল কথা। এসম্বন্ধে ইস্‌লামের শিক্ষাকে মোটামোটি ভাবে ৭টি মূল কথাদ্বারা প্রকাশ করা যায়।

(১) ইস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবের নারীগণের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা ছিলনা এবং ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত পর্দ্দার হুকুম নাজেল হয় নাই। হিজরী ৫ সনের কাছাকাছি পর্দ্দার হুকুম নাজেল হয়।

(২) পর্দ্দা সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধগুলির মূল কথা হইতেছে যে মুসলমান নারীগণ যেন "গায়ের মাহাররাম" পুরুষদের সামনে নিজেদের জিনাত বা সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে। আর শরীয়তে ইসলাম নিকট আত্মীয় লোকদের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে যেমন বাপ, বেটা, ভাই, চাচা, মামু ইত্যাদি। জিনাত বা সৌন্দর্য্য শব্দের মধ্যে নারীদেহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য উভয় প্রকার সৌন্দর্য্যই শামিল।

(৩) নারীগণের বিশেষ বিশেষ বাধ্য বাধকতার ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সৌন্দর্য্য প্রকাশ করার ব্যাপারে ইসলাম কোন কোন ব্যতিক্রমের ব্যবস্থাও রাখিয়াছে। যেমন নাক শ্বাস ফেলার জন্য, চক্ষু রাস্তা দেখার জন্য, হাত কাজ করার জন্য এবং পা চলার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রয়োজন মত এসমস্ত অঙ্গ খোলা রাখিতে কোন বাধা নাই। ডাক্তার দেখাইবার প্রয়োজন হইলে শরীরের যে কোন অংশ ডাক্তারকে দেখান কোন প্রকারেই নিষিদ্ধ নহে।

(৪) শরীয়ত নির্দ্ধারিত নিকট আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সাথে যেন নারীগণ মেলামেশা না করে। এরূপ লোকদের সহিত আলাপ করার সময় নারীগণ যেন এরূপ আওয়াজে কথা বলে যার ফলে নারীদের সুরের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত না হয়। কারণ সুরের সৌন্দর্য্যও নারীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অংশ বিশেষ।

(৫) যে সমস্ত নারী পুরুষের মধ্যে পর্দ্দা করার আদেশ করা হইয়াছে ঐ সমস্ত নারী পুরুষদের দুইজন যেন কোন সময় তৃতীয় নিকট আত্মীয় এক ব্যক্তির বিনা উপস্থিতিতে একত্রিত না হয়।

(৬) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি চক্ষু রাস্তা দেখার জন্য প্রয়োজনীয় বিধায় চক্ষুর উপর পর্দ্দা নাই। সেই কারণে নারী পুরুষ উভয়কেই পথ চলার সময় নিজ নিজ চক্ষুকে গায়র মহাররাম নারী বা পুরুষের সৌন্দর্য্য না দেখার জন্য আদেশ করা হইয়াছে এবং চক্ষুকে নত রাখার আদেশ করা হইয়াছে। অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি কাহারও উপর নজর পড়িয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ নজর ফিরাইয়া লইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বার না দেখার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শরীয়তের আদেশ।

"প্রথম দৃষ্টি দোষের নয় দ্বিতীয় দৃষ্টি অনুচিত।"

(৭) পর্দ্দার হুকুম বালেগ হওয়ার সময় হইতে শুরু হয় এবং অতি বৃদ্ধ অবস্থায় না পৌছা পর্য্যন্ত তাহার উপর পর্দ্দার হুকুম চালু থাকে।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও মানব জাতির কর্ত্তব্য।

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বশীভূত জীবনের প্রতি প্রায়ই আপেক্ষ করে চির বিদায় নিয়ে থাকেনে এবং জীবনের গর্হিত কার্য্য কলাপের জন্য অনুতাপ করেন। আর যাহারা প্রকৃত মানুষ কেবল তাঁরাই খোদার রূপে নিজেকে গুনান্বিত করে অনন্ত সুখ অনুভব সহকারে বিদায় নিয়ে যান। বিদায়ের বেলায় তার এতটুকু ক্ষোভ বা আপেক্ষ থাকে না। সুতরাং যারা গর্হিত জীবন যাপন করেছেন তাদের কলুষিত আত্মা মৃত্যুর পরও তাদের ধিককার দেয়। আল্লাহতালা বলেছেন আমি যখন মানুষের শক্তি পরীক্ষা করি তখন ইহাই দেখে নিই যে তার মধ্যে কোন্ শক্তি সবচেয়ে বড়। তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যার ভিতর আমার সৌন্দর্য্য নিহিত রয়েছে এবং আমার প্রেমে সে এমনি মত্ত যে পার্থিব ধন দৌলত ভোগ বিলাস তার কাছে তুচ্ছ আমার পথে সে সব কিছুকেই বিলিয়ে দিয়েছে, নিজের অস্তিত্ব বলতে তার আর কিছুই নেই। সেই আমার শ্রেষ্ঠ মানবরূপে পরিগণিত হবে এবং সত্যিকার শক্তিশালীরূপে বিবেচিত হবে।

কাজেই পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট আমাদের আরজ এই যে, তার করুণা থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই এবং তাঁর নির্দ্দেশিত পথে চলতে পেরে নিজেদের মনের পঙ্কিলতাকে দূর করে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারি খোদা যেন আমাদের সেই তৌফিক দান করেন। আমীন।

সম্পাদকীয়

আহমদীয়তের সমুদ্রে কাগজের তরী।

গত সংখ্যা "আহমদী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমরা দেখাইয়াছি যে, মৌলানা মৌদুদী সাহেব আহমদীয়া জামাতের উপর মস্ত বড় একটি মিথ্যা আরোপ করিয়াছেন। তিনি "কাদিয়ানী সমস্যা"য় লিখিয়াছেন :—'সর্ব্ব প্রথম যে কারণে কাদিয়ানীগণ মুসলিম জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা হইতেছে "খতমে নবুয়ৎ" সম্পর্কে তাহাদের গৃহীত নূতন ব্যাখ্যা। "খতমে নবুয়ৎ" সম্পর্কে দুনিয়ার সর্ব্বকালের মুসলমানদের সর্ব্ব সম্মত রূপে গৃহীত ব্যাখ্যাকে তাহারা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা নিজেদের মনগড়া এক অভিনব ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছে।"

"কাদিয়ানী সমস্যা ৩পৃঃ"

গত সংখ্যায় আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রমাণ করিয়াছি যে "খাতাম" শব্দ কোন বহুবচনের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ পরবর্ত্তীগণের চেয়ে "আফজল" হয়। এবং ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, স্বয়ং হজরত রসুল করীম (দঃ) "খাতাম" শব্দের অর্থ শেষ করেন নাই। এই সংখ্যায় আমরা প্রমাণ করিব যে আঁ হজরত (দঃ) ই কেবল ইহার অর্থ শেষ করেন নাই, বরং ওম্মতে মোহাম্মদীয়া (দঃ) র বোজর্গানগণও ইহার অর্থ শেষ করেন নাই। এই সম্বন্ধে বহু দলিল প্রমাণ আমাদের নিকট মৌজুদ থাকা সত্বেও আহমদীর পৃষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কতিপয় প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

ইহাতে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, আহমদীগণ নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করেন নাই, বরং মৌলানা মৌদুদী সাহেবই স্বকল্পিত মিথ্যা আহমদীগণের উপর চাপাইয়া জনসাধারণের চক্ষে ধুলি দিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন। যদি তিনি ইহা লিখিবার পূর্ব্বে একটু ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া লইতেন। তবে আহমদীয়তের সমুদ্রে স্বীয় কাগজের তরী ভাসাইতেন না। যাক্ আল্লাহ পাক যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। মৌলানা সাহেবের এই কার্য্যের দরুণ আহমদীর পাঠক পাঠিকাগণ খাতাম শব্দের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি মৌলানা সাহেব আমাদের প্রদত্ত দলিল প্রমাণ পাঠ না করিয়া থাকেন বা ঐ সমস্ত গ্রন্থ না দেখিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই।

"খাতাম" শব্দের ব্যবহার পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গানের গ্রন্থে।

(১) ফতুহাতে মক্কিয়ার টাইটেল পৃষ্ঠায় হজরত মহিউদ্দিন ইব্নে আরাবী (রাঃ) কে "খাতামুল আওলিয়া" লিখিয়াছেন।

(২) দেওবন্দী আলেমগণও এই পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—মৌলভী মাহমুদুল হাছান সাহেব দেওবন্দী, মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের মৃত্যুতে যে শোকগীতি লিখিয়াছেন, সেই পুস্তিকার টাইটেল পেজে মৃতকে "খাতামুল আওলিয়া এবং মোহাদ্দেছীন" লিখিয়াছেন।

(৩) মৌলভী বদরে আলম সাহেব মুদারেরস দেওবন্দ, স্বীয় রচিত "আল জওয়াবুল্ ফসিহ" পুস্তিকায় ২য় পৃষ্ঠায় মৌলভী আনওয়ার শাহ সাহেবকে "খাতামুল মোহাদ্দেছীন" লিখিয়াছেন।

(৪) হজরত শাহ আবদুল আজিজ সাহেব মোহাদ্দেছ দেহলবী (রহঃ) কে তদীয় গ্রন্থ "ওজালায়ে নাফেয়া" নামক গ্রন্থের টাইটেল পৃষ্ঠায় "খাতামুল মোহদ্দেছীন" লিখিয়াছেন।

(৫) মৌলভী বশীর আহমদ সাহেব দেওবন্দী লিখিতেছেন, "খাতামুল আকাবের হজরত গাঙ্গুহীর মৃত্যু ফারুকী শাহাদাতের নক্শা পেশ করিয়াছে।" "বেছালা কাছেম জিঃ ২, পৃঃ ৫, ৯।"

(৬) "খাতামুল হোকফায় শামছুদ্দীন আবুল খায়ের মুহাম্মদ বিন্ মুহাম্মদ বিন্ মুহাম্মদ আলজযরী দামেস্কী।" "ভূমিকা তজরিদে বোখারী।"

(৭) মৌলানা শিবলী নোমানী সাহেব 'গালেব' ও 'যওক' কে খাতামুশ শোয়ারা লিখিয়াছেন। "মওয়াযেনায়ে আনীছ ও দবীর ২৯ পৃঃ।"

(৮) মৌলানা হালী লিখিয়াছেন :— 'কায়ানী'কে ইরাণীগণ খাতামুশ শোয়ারা মনে করে। "হায়াতে ছাদীর হাশিয়া ৭৪ পৃঃ"

(৯) পারস্যের বিখ্যাত কবি আনওয়ারী সাহেব সম্রাট গিয়াসুদ্দীনের প্রশংসায় লিখিয়াছেন :—"হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর উপর যেরূপ নবুয়ত এবং হজরত আলী (রাঃ) এর উপর বীরত্ব খতম হইয়াছে। তদ্রূপ আপনার প্রতি বাদশাহাত এবং আমার প্রতি কবিত্ব খতম হইয়াছে"।

এখন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, উপরে যে সমস্ত বোজর্গানকে খাতামুশ্ শোয়ারা, খাতামুল আওলিয়া ইত্যাদি লিখা হইয়াছে, তাহাদের পর ও বহু আওলিয়া, শায়ের এবং মোহাদ্দেছ আগমণ করিয়াছেন এবং করিতে থাকিবেন। অতএব আহমদীগণ যে মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া মৌলানা মৌদুদী সাহেব লিখিয়াছেন তাহা নিছক মিথ্যা বই আর কিছুই নহে।

মৌলানা মৌদুদী সাহেব যদি কাগজের তরী দ্বারা আহমদীয়া জামাতকে অপদস্থ করিবার অপচেষ্টা করিতে পারেন, তবে জামাতে আহমদীয়ার ও মৌলানা মৌদুদী সাহেবের প্রকৃত স্বরূপ জনসাধারণের সামনে পেশ করিবার অধিকার আছে।

তাহরিক জদীদের চাঁদার ফল।

ইংলণ্ডে আহমদীয়া মিশনের সফলতা। মিশনে অনুষ্ঠিত সভাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা। ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মিশনে আগমন।

লণ্ডন আহমদীয়া মিশনের ষান্মাসিক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট।

উক্ত ছয়মাসে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের সভাপতিত্বে লণ্ডন মিশনে ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। (১) জনাব মীর আবদুছ ছালাম সাহেব। (২) জনাব কর্ণেল মোঃ সাদেক মালিক সাহেব। (৩) ডাক্তার এমদাদ হুসেন সাহেব, পাকিস্তান হাই কমিশন্স। (৪) জনাব মোঃ ইকবাল সাহেব ফার্ষ্ট সেক্রেটারী পাকিস্তান হাই কমিশন্স। (৫) জনাব এ, ডি. আজহার ফাইনেন্সিয়েল এডভাইসার। ঐ সমস্ত সভাতে বক্তৃতা করেন নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ। (১) জনাব শামসুর রহমান সাহেব বাঙ্গালী।

(ইনি ঢাকা জেলার তেজগাঁও আঞ্জুমনের মেম্বর। বর্ত্তমানে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছেন) (২) জনাব ডাঃ মোহাঃ নসীম সাহেব এল, এল, ডি।

(৩) থিও সোফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিস্ জি, বাঞ্চ।

(৪) লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব মৌলুদ আহমদ খান সাহেব।

(৫) জনাব চৌধুরী এজাজ নসরুল্লাহ খান সাহেব।

(৬) Toc. N. Movement এর জনৈক ইংরাজ সদস্য।

(৭) মিঃ লেইসলি স্মিম। (৮) জনাব মীর আবদুছ ছালাম সাহেব। (৯) মিঃ ম্যাক ভীলন।

এতদ্ব্যতিত মিঃ মুনির আহমদ সাহেবের বাড়ীতে একবার বহু ইংরাজ এবং মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিয়া তথায়ও সভা এবং ডিনারের আয়োজন করা হয়।

উপরোক্ত সভাতে আহমদী ছাড়া অন্যান্য মুসলমান এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানগণ যোগদান করেন। প্রত্যেক বক্তৃতার পর ঐ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন, যাহার উত্তর দেওয়া হয়।

আহমদীয়া মহিলা সঙ্ঘের সভা

বেগম ডাঃ নসীম এর সভানেতৃত্বে আহমদীয়া মহিলা সঙ্ঘের দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে আহমদী মহিলা ব্যতিত বহু গয়ের আহমদী এবং খৃষ্টান নেত্রী স্থানীয়া মহিলা যোগদান করেন। তন্মধ্যে মাননীয়া বেগম—একরামউল্লাহ, লেডী মেয়রেস অব ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, লেডী সিম্পলীড এর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মহিলা সঙ্ঘের সভায় আহমদী মেয়েদের হস্ত শিল্পও প্রদর্শিত হয়। মাননীয়া বেগম একরামউল্লাহ আহমদীয়া মহিলা সঙ্ঘের বিশেষ করিয়া আহমদীয়া জামাতের কার্য্যের প্রশংসা করেন এবং ১৯৫৫ সনে আহমদীয়া জামতের বর্ত্তমান নেতার সপরিবারে লণ্ডনে অবস্থান কালে যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ করেন।

লেডী মার্গেরেট স্কুলের নিমন্ত্রণে আহমদীয়া মহিলা সংঘের একটি গ্রুপ তথায় যান, এবং ইস্লাম ও খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে তথায় আলোচনা করেন। এই নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হইয়া লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব মৌলুদ আহমদ খান সাহেব এবং তদীয় বেগম সাহেবা তথায় গিয়াছিলেন।

বিভিন্ন লোকের মসজিদে আগমন।

উক্ত সময় মধ্যে মিশন হইতে বিভিন্ন লোককে মস্জিদে আগমনের জন্য ১০০০ পত্র লিখা হইয়াছে, এবং ইহাতে বহুলোক মস্জিদে আগমন করতঃ সাপ্তাহিক মিটিং এ যোগদান করিয়াছেন এবং বহু বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন। ১৬৮ টি তবলীগী পত্র ইয়থ ক্লাব সমূহে লিখা হইয়াছে। ইয়থ ক্লাবস এরও বহুলোক মসজিদে আগমন করতঃ ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে লেডী মার্গারেট সেটেল্মেণ্ট অব অল্ড ফোর্ডের ২৩ জন ছাত্রী মিশনের নিমন্ত্রণে আসেন এবং বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ক্লেফেন্ কলেজ অব ক্যালভারীর ২৪ জন ছাত্র ছাত্রী আসেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ৩৩ জন ছাত্র ছাত্রী মিশনে আগমন করতঃ ইসলাম এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মিঃ গ্রীন ৪ জন পাদরী সহ মিশনে আগমন করিয়া ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেন। লণ্ডন মসজিদের ইমাম জনাব মৌলুদ আহমদ সাহেব ঐ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দানে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করেন।

ক্রমশঃ।

নেজারতে ইস্লাহ্ ওয়া ইরশাদ রাব্ওয়াহ্ হইতে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সর্ব্বত্র ইয়া'ওমুন্নবী দিবস পালন করিবার জন্য ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব প্রত্যেক জামাত যেন উক্ত তারিখে সভা করেন এবং ই, পি, এ, এতে রিপোর্ট প্রেরণ করেন।

—চাঁদা—

হজরত মোস্লেহ মাউদ (আইঃ) বলেন:—

"যেরূপ আমি জলসার সময়েও বন্ধুগণকে বলিয়াছিলাম এমন সময় আসিয়াছে যে, জামাত নিজেদের মৌখিক দাবী এবং বাক্যাবলীকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন এবং বন্ধুগণ তন, মন ও ধন দিয়া ইস্লামের উন্নতির জন্য জোর দিতে আরম্ভ করুন। আমি জলসার সময় বলিয়াছিলাম এখন আমাদের জামাতের কায্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত তাহরিক জদীদ এবং সদর আঞ্জুমনের আমদানী ২৫ লক্ষ, ২৫ লক্ষ (মোট ৫০ লক্ষ) না পৌঁছে ঐ সময় পর্য্যন্ত সুচারুরূপে কাজ চলিতে পারেনা।"

"আলফজল ১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬ ইং।"

তাহরিক জদীদ সম্বন্ধে হুজুর (আইঃ) বলেন:—

"তোমরা ইহা মনে করিওনা যে তাহরিক জদীদ আমার পক্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। না, আমার পক্ষ হইতে নহে, বরং ইহার এক একটি শব্দ আমি কোরআন করীম দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি, এবং প্রত্যেকটি আদেশ হজরত রসুল করীম (দঃ) এর বাণী হইতে দেখাইতে পারি। কিন্তু চিন্তাশীল মস্তিষ্ক এবং ইমান আনয়নকারী অন্তঃকরণের প্রয়োজন।

হুজুর (আইঃ) এর উপরোক্ত নোটে জনাব নাজের সাহেব বায়তুলমাল লিখিতেছেন "আল্লাহতা'লার ফজলে জামাতে আহমদীয়ার চাঁদা গত দুই বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হুজুর (আইঃ) বর্ণিত সংখ্যায় পৌঁছে নাই। নেজারতে বায়তুল মালের পূর্ণ বিশ্বাস যে, যদি মোকামী জামাত সমূহ তাহাদের বাজেট সঠিক ভাবে তৈয়ার করেন, তবে আজই হুজুর (আইঃ) বর্ণিত সংখ্যায় পৌঁছিতে পারে। অতএব মোকামী জামাতের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারী সাহেবান নিজেদের দায়ীত্ব উপলব্ধি করুন এবং কেন্দ্রের নিয়মানুযায়ী বাজেট তৈয়ার করুন। এবং এইরূপে নিজেদের এবং নিজেদের আওলাদের জন্য বেহেশতি জিন্দেগী হাসেল করুন। "স্বাঃ আবদুল হক্ রামা নাজের বায়তুল মাল।"

আখবারে আহমদীয়া।

লাহোর ৩১শে জুলাই :—আজ সন্ধ্যা ৫টা ২০ মিনিটে রেডিও পাকিস্তান হইতে হজরত সাইয়েদা ওম্মে নাসের আহমদ (রাঃ) র ইন্তেকাল সংবাদ নিম্নলিখিতভাবে প্রচারিত হয়। "আহমদীয়া জামাতের ইমাম জনাব মির্জা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের প্রথমা বিবি সাইয়েদা ওম্মে নাসের সাহেবা অদ্য "মারী"তে ইন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর ছিল। জানাজার নামাজ আগামীকল্য রাবওয়াহতে অনুষ্ঠিত হইবে।" অতঃপর রাত্রি ৮টায় রেডিও পাকিস্তান করাচী হইতে এই সংবাদ উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে প্রচার করা হয়।

অশ্রুপূর্ণ চক্ষু, শোক বিহ্বল হৃদয় এবং হৃদয়োত্তাপ পূর্ণ দোয়ার সহিত সাইয়েদা ওম্মে নাসের আহমদ (রাঃ) র দাফন কার্য্য সমাপন হইয়াছে, জানাজায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা হইতে বহু আহমদীর যোগদান।

রাবওয়াহ ১লা আগষ্ট :—আজ শুক্রবার সকাল সোওয়া আটটায় জামাতের সহস্র সহস্র লোকের অশ্রুপূর্ণ চক্ষু, শোক বিহ্বল হৃদয় এবং হৃদয়োত্তাপ পূর্ণ দোয়ার সহিত হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর হেরমে আউয়াল হজরত সাইয়েদা ওম্মে নাসের মাহমুদা বেগম (রাঃ)কে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। মরহুমা গতকল্য ৩১শে জুলাই বৃহস্পাতবার সকাল ৬টায় "মারী"তে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

ইন্না লিল্লাহে .....।

জানাজার নামাজ অদ্য সকাল সোওয়া সাতটায় হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) পড়াইয়াছেন। জানাজায় যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা হইতে আহমদীগণ আসিয়াছেন। ৩০শে জুলাই দিবাগত রাত্রে মারী হইতে টেলিফোন যোগে মরহুমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অবগত হওয়ার পর হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহমদ সাহেব এবং খান্দানের অন্যান্যগণ ৩১শে জুলাই প্রাতেঃ মোটর যোগে "মারী" রওয়ানা হইয়া পৌনে নয়টায় রাওলপিণ্ডি পৌঁছেন। রাওলপিণ্ডিতে মারী যাইবার সড়কে পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় জামাতের আমীর এবং বহু আহমদী হুজুর (আইঃ) এর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন। হুজুর (আইঃ) তথায় পৌঁছিয়া এই হৃদয় বিদারক সংবাদ পান এবং বেলা ১১টায় মারী পৌঁছেন।

মারীতে ৩॥টায় জানাজা আদায়ের পর হুজুর (আইঃ) তাবুত এবং কাফেলা সহ ৪॥০টায় রাবওয়াহর পথে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় রাওলপিণ্ডি পৌঁছেন। এখানে তাবুত বাহী লরী বদলানো হয়। অতঃপর সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় রাওলপিণ্ডি হইতে রওয়ানা হইয়া রাস্তায় খোশাব এবং সারগোদায় অল্প হল্টিং এর পর রাত্রি ৩টায় রাবওয়াহ পৌঁছেন। রাত্রি ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত রাবওয়াহর সহস্র সহস্র লোক রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাফেলার অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কাফেলায় হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর হজরত সাইয়েদা ওম্মে মতীন সাহেবা ব্যতিত সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা মনওয়ার আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা আনোয়ার আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা রফিক আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা আজহার আহমদ সাহেব, নওয়াব মোহাম্মদ আহমদ খান সাহেব এবং খান্দানে মসিহ মাউদ (অঃ) অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। সাইয়েদা মরহুমার পুত্রগণের মধ্যে সাহেবজাদা মির্জা হাফীজ আহমদ সাহেব করাচীতে ছিলেন। তাঁহাকে ফোনে সংবাদ দেওয়া হয়, এবং তিনি উড়োজাহাজে ঐ দিনই রাত্রি সাড়ে দশটায় রাবওয়াহ পৌঁছেন।

কাফেলা রাবওয়াহ পৌঁছার পর সাইয়েদা মরহুমাকে দেখিবার জন্য মহিলাগণকে সুযোগ দেওয়া হয়। সকাল ৭টায় তাবুত বেহেশতি মকবেরায় নীত হয়। বহুলোক যেন কাঁধে নিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন এই জন্য তাবুতের উভয় দিকে লম্বা লম্বা বাঁশ বাঁধা হইয়াছিল। সোওয়া সাতটায় হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) জানাজার নামাজ আদায় করেন এবং রাবওয়াহবাসী ও বহিরাগত সহস্র সহস্র লোক জানাজায় যোগদান করেন। বেলা পৌনে আটটায় তাবুত কবরে নামানো হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন স্বয়ং হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) সাইয়েদা মরহুমার সাতজন পুত্র এবং সাহেবজাদা মির্জা মনছুর আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা হামিদ আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা মুনির আহমদ সাহেব, সাহেবজাদা মির্জা তাহের আহমদ সাহেব, খলীফা সালাহুদ্দিন সাহেব এবং সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেব।

দাফন কার্য্য সমাপ্ত হওয়ার পর হুজুর (আইঃ) সমবেত জনতা সহ দোয়া করেন।

সাইয়েদা মরহুমার ভ্রাতা খলীফা আলীমউদ্দিন সাহেব এবং খলীফা সালাহুদ্দিন সাহেব পূর্ব্বেই রাবওয়াহতে ছিলেন। ডাঃ কর্ণেল তকীউদ্দিন সাহেব (পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব্ব সার্জ্জন জেনারেল কর্ণেল টি, ডি, আহমদ সাহেব,) এবং ভগ্নী হামিদা বেগম সাহেবা করাচীতে ছিলেন। তাঁহারাও ফোনে সংবাদ পাইয়া ৩১শে জুলাই রাত্রি সাড়ে দশটায় রাবওয়াহ পৌঁছিয়াছিলেন।

রেডিও পাকিস্তান মারফৎ সাইয়েদা মরহুমা (রাঃ) র ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়ায় ১লা আগষ্ট শুক্রবার জুমাবাদ ঢাকা আঞ্জুমনে আহমদীয়ার উদ্যোগে হজরত ভাই আবদুর রহমান কাদিয়ানী সাহেবের সভাপতিত্বে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব মৌঃ আজমল সাহেব বি, এ, সাইয়েদা মরহুমা (রাঃ) র জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মেম্বরগণের পক্ষ হইতে হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর খেদমতে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

উক্ত তারিখে জুমাবাদ নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমনে সমবেত মেম্বরগণের পক্ষ হইতে তার যোগে হুজুর (আইঃ) এর খেদমতে সমবেদনা জানানো হয়। কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবেও টেলিগ্রাফ করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তানী আহমদীগণ সাইয়েদা মরহুমা (রাঃ) র ইন্তেকালে শোক বিহ্বল হইয়া আল্লাহতালার নিকট দোয়া করিতেছি যেন তিনি মরহুমা (রাঃ) কে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করেন।

আমীন।

———

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.